খ বিভাগ- সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : كتاب الزكوة (যাকাত পর্ব)

١ .عرّف الزكاة لغةً واصطلاحاً على المذهب الحنفي.

প্রশ্ন-১: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও।

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে যাকাত তৃতীয়। এটি একটি মালি বা আর্থিক ইবাদত। সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন এবং ধনী-গরিবের বৈষম্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। যাকাত অস্বীকারকারী কাফের এবং বিনা ওজরে অনাদায়ী ফাসিক।

আভিধানিক অর্থ:

'যাকাত' (الزكاة) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ একাধিক। যেমন:

১. বৃদ্ধি পাওয়া (النمو): ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া।

২. পবিত্রতা (الطهارة): সম্পদ ও অন্তরকে পবিত্র করা।

৩. বরকত (البركة): সম্পদে কল্যাণ লাভ করা।

৪. প্রশংসা (المدح): আল্লাহ কর্তৃক বান্দার প্রশংসা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের মতে যাকাতের সংজ্ঞা হলো:

"শরীয়ত নির্ধারিত মালের নির্দিষ্ট অংশ, যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত (মুসলিম ফকির বা মিসকিন) ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মালিক বানিয়ে দেওয়া। শর্ত হলো দাতা এর বিনিময়ে দুনিয়াবী কোনো উপকার গ্রহণ করতে পারবে না।"

হানাফী সংজ্ঞার বিশ্লেষণ:

হানাফী মাযহাবে 'তামলিক' বা মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত আদায়ের প্রধান শর্ত। অর্থাৎ, গরিবকে শুধু খাওয়ালে যাকাত হবে না (যদি না খাবারটি তাকে দিয়ে দেওয়া হয়), বরং তাকে ঐ অর্থের বা বস্তুর মালিক বানিয়ে দিতে হবে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, "যাকাত হলো মালের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে মালিক বানিয়ে দেওয়া।"

দলিল:

আভিধানিক অর্থের (পবিত্রতা) দলিল হিসেবে আল্লাহ বলেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

অর্থ: আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। (সূরা তাওবা: ১০৩)
পারিভাষিক অর্থের দলিল হিসেবে আল্লাহ বলেন:

وَآتُوا الزَّكَاةَ

অর্থ: এবং তোমরা যাকাত প্রদান করো। (সূরা বাকারা: ৪৩)

٢ .ما هي مشروعية الزكاة وما دليل وجوبها من القرآن؟

প্রশ্ন-২: যাকাতের বিধিবদ্ধকরণ কী এবং কুরআন থেকে এর ফরজ হওয়ার দলিল উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

যাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ। এটি ধনীদের সম্পদে গরিবের হক। দ্বিতীয় হিজরি সনে মদিনায় যাকাত ফরজ হয়। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের কৃপণতা দূর হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়।

যাকাতের মাশরুয়িয়াত বা বিধিবদ্ধকরণ:

আল্লাহ তায়ালা যাকাতকে ফরজ করেছেন উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর। এটি 'ফরজে আইন'। যার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে এবং তা এক বছর পূর্ণ হয়েছে, তার ওপর যাকাত দেওয়া ফরজ। এটি অস্বীকার করা কুফরি এবং অনাদায় করা কবিরা গুনাহ।

যাকাত প্রবর্তনের মূল রহস্য হলো:

১. আত্মশুদ্ধি: সম্পদের লোভ ও কৃপণতা থেকে অন্তরকে পবিত্র করা।
২. সম্পদ পবিত্রকরণ: হালাল মালের সাথে হারাম বা সন্দেহযুক্ত কিছু মিশে থাকলে যাকাতের মাধ্যমে তা পবিত্র হয়।
৩. দারিদ্র্য বিমোচন: সমাজের অসহায় মানুষের প্রয়োজন মেটানো।
কুরআন থেকে দলিল:
পবিত্র কুরআনে নামাজের সাথে সাথে বিরাশি (৮২) বার যাকাতের উল্লেখ এসেছে, যা এর গুরুত্ব প্রমাণ করে।
১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

অর্থ: তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (সূরা বাকারা: ৪৩)

২. মুশরিকদের গুণাবলী থেকে মুমিনদের পার্থক্য করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন:

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

অর্থ: এবং মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত দেয় না। (সূরা ফুসসিলাত: ৬-৭)

৩. যাকাত যে গরিবের অধিকার, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থ: এবং তাদের (ধনীদের) সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (সূরা যারিয়াত: ১৯)

٣ .اذكر أنواع الزكاة من حيث الأموال الواجبة فيها.

প্রশ্ন-৩: যাকাতের প্রকারভেদ—যে সকল সম্পদে যাকাত ফরজ তার বিবরণ দাও।

উত্তর:

ভূমিকা:

সব ধরনের সম্পদে যাকাত ফরজ হয় না। ইসলাম যাকাতযোগ্য সম্পদের সুনির্দিষ্ট প্রকারভেদ বর্ণনা করেছে। যেসব সম্পদ বর্ধনশীল বা বর্ধনশীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে, কেবল সেসব সম্পদেই যাকাত আসে।

যাকাতযোগ্য সম্পদের প্রকারভেদ:

ফিকহ শাস্ত্র অনুযায়ী প্রধানত ৫ ধরণের সম্পদে যাকাত ফরজ হয়:

১. আছমান বা নগদ অর্থ ও স্বর্ণ-রৌপ্য (الأثمان):

- স্বর্ণ ও রৌপ্য (অলঙ্কার, বার বা টুকরা যে অবস্থায়ই থাকুক)।
- নগদ টাকা-পয়সা, ব্যাংক ব্যালেন্স, বন্ড, শেয়ার ইত্যাদি।

২. গবাদি পশু (السائمة):

এমন চতুষ্পদ জন্তু যা বছরের অধিকাংশ সময় (৬ মাসের বেশি) চারণভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করে এবং যা বংশবৃদ্ধি বা দুধের জন্য পালন করা হয়। যেমন:

- উট।
- গরু ও মহিষ।
- ছাগল ও ভেড়া।

(দ্রষ্টব্য: ব্যবসার উদ্দেশ্যে লালিত পশু হলে তা ব্যবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, সাঈমা নয়)।

৩. ব্যবসায়িক পণ্য (عروض التجارة):
যেকোনো হালাল বস্তু যা ব্যবসার নিয়তে ক্রয় করা হয়েছে এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ আছে। এর বর্তমান বাজার মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। যেমন: মুদি দোকানের মাল, কাপড়ের দোকানের কাপড়, রিয়েল এস্টেটের প্লট (বিক্রির উদ্দেশ্যে হলে)।

৪. কৃষিজাত ফসল ও ফল (الزروع والثمار):
জমি থেকে উৎপাদিত ফসল। একে 'উশর' বলা হয়। সেচবিহীন জমিতে ১০% এবং সেচযুক্ত জমিতে ৫% ফসল যাকাত হিসেবে দিতে হয়।

৫. খনিজ সম্পদ ও গুপ্তধন (المعادن والركاز):
মাটি খুঁড়ে পাওয়া খনিজ বা জাহেলি যুগের পুঁতে রাখা ধন। এতে ২০% (এক-পঞ্চমাংশ) যাকাত বা খুমুস দিতে হয়।
দলিল:
যাকাতযোগ্য সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ, তার উৎকৃষ্ট অংশ থেকে ব্যয় (যাকাত প্রদান) কর। (সূরা বাকারা: ২৬৭)

٤. عرّف زكاة الفطر وزكاة المال واذكر الفرق بينهما.

প্রশ্ন-৪: সদকাতুল ফিতর ও যাকাতের সংজ্ঞা দাও এবং এদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:
ইসলামে আর্থিক ইবাদতগুলোর মধ্যে যাকাতুল মাল এবং যাকাতুল ফিতর (সদকাতুল ফিতর) উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এদের বিধান, সময় এবং উদ্দেশ্য ভিন্ন। সাধারণ মানুষ অনেক সময় এ দুটিকে গুলিয়ে ফেলে।

১. যাকাতুল মাল (সম্পদের যাকাত):
সংজ্ঞা: নিসাব পরিমাণ বর্ধনশীল সম্পদ পূর্ণ এক বছর কারো মালিকানায় থাকলে, শরীয়ত নির্ধারিত হারে তার নির্দিষ্ট অংশ গরিবদের দেওয়াকে যাকাতুল মাল বা সাধারণ যাকাত বলে।

উদ্দেশ্য: সম্পদ পবিত্র করা এবং সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন।

২. যাকাতুল ফিতর (সদকাতুল ফিতর):

সংজ্ঞা: ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় যার নিকট নিজের ও পরিবারের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তার ওপর নিজের ও তার পোষ্যদের পক্ষ থেকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বা অর্থ দান করা ওয়াজিব হয়, তাকে সদকাতুল ফিতর বলে।

উদ্দেশ্য: রোজার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা এবং গরিবদের ঈদের খুশিতে শরিক করা।

পার্থক্য:

বিষয়	যাকাতুল মাল (সাধারণ যাকাত)	যাকাতুল ফিতর (ফিতরা)
হুকুম	এটি ইসলামের রুকন এবং 'ফরজ'।	এটি 'ওয়াজিব' (ফরজের চেয়ে লঘু)।
সময়	সম্পদ এক বছর পূর্ণ হলে (হাওলানে হাওল) দিতে হয়।	রমজান শেষে ঈদুল ফিতরের দিন সকালে আদায় করতে হয়।
সম্পদ	বর্ধনশীল সম্পদ (সোনা, রুপা, ব্যবসা) হতে হয়।	বর্ধনশীল হওয়া শর্ত নয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত হলেই হয়।
পরিমাণ	সম্পদের ২.৫% (শতকরা আড়াই টাকা)।	মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বা তার মূল্য (যেমন ১ সা' বা ১/২ সা')।
পাত্র	প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের মালিক হতে হয়।	ছোট-বড়, পাগল-সুস্থ সবার পক্ষ থেকে দিতে হয়।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاتَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) সদকাতুল ফিতর ফরজ (আবশ্যক) করেছেন রোজাদারের অনর্থক কথা ও কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য। (সুনানে আবু দাউদ)

٥ .ما شروط وجوب زكاة المال في النصاب؟

প্রশ্ন-৫: সম্পদের যাকাত ফরজ হওয়ার নিসাব সংক্রান্ত শর্তসমূহ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদ শুধু থাকলেই হবে না, বরং তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছাতে হবে এবং কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। ফিকহ শাস্ত্রে এই নির্দিষ্ট পরিমাণকে 'নিসাব' বলা হয়।

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ:

হানাফী মাযহাব মতে সম্পদের যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য মালের সাথে সম্পৃক্ত ৬টি শর্ত রয়েছে:

১. নিসাব পরিমাণ হওয়া (بلوغ النصاب):

সম্পদ শরীয়ত নির্ধারিত সর্বনিম্ন পরিমাণে পৌঁছাতে হবে। যেমন:

- স্বর্ণ: সাড়ে ৭ তোলা (৮৭.৪৮ গ্রাম)।
- রৌপ্য: সাড়ে ৫২ তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম)।
- নগদ টাকা: স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাবের সমমূল্য।

২. পূর্ণ মালিকানা (الملك التام):

সম্পদের ওপর ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা ও দখল থাকতে হবে। অর্থাৎ সম্পদটি নিজের আয়ত্তে থাকতে হবে এবং তা ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে। হারানো মাল বা অন্যের দখলে থাকা মালের ওপর যাকাত নেই।

৩. এক বছর অতিবাহিত হওয়া (حولان الحول):

নিসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর চন্দ্রবর্ষ হিসেবে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হতে হবে। বছরের শুরু ও শেষে নিসাব পূর্ণ থাকলে মাঝখানে কমলেও যাকাত দিতে হবে।

৪. বর্ধিষ্ণু সম্পদ হওয়া (النمو):

সম্পদটি প্রাকৃতিকভাবে বা কার্যত বর্ধিষ্ণু হতে হবে। যেমন: ব্যবসা, গবাদি পশু, অথবা স্বর্ণ-রৌপ্য (এগুলো জন্মগতভাবেই বর্ধিষ্ণু ধরা হয়)। ব্যবহারের গাড়ি, বাড়ি বা আসবাবপত্রে যাকাত নেই।

৫. মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া (الفراغ عن الحوايج الأصلية):
খাবার, পোশাক, বসবাসের ঘর, পেশার যন্ত্রপাতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর যাকাত নেই। এগুলো বাদ দিয়ে অতিরিক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ হতে হবে।

৬. ঋণমুক্ত হওয়া (الفراغ عن الدين):
সম্পদ যদি ঋণের বিপরীতে আটকে থাকে তবে যাকাত ফরজ হবে না। মোট সম্পদ থেকে ঋণের পরিমাণ বাদ দেওয়ার পর যদি নিসাব পরিমাণ থাকে, তবেই যাকাত দিতে হবে।
দলিল:
এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
অর্থ: কোনো সম্পদে যাকাত নেই, যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

٦ .ما حكم زكاة الحبوب والثمار وشروطها؟

প্রশ্ন-৬: শস্য ও ফলের যাকাতের হুকুম ও শর্তসমূহ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

জমিতে উৎপাদিত ফসলের ওপর আল্লাহ তায়ালা যে যাকাত ধার্য করেছেন, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'উশর' (দশভাগের এক ভাগ) বলা হয়। স্বর্ণ-রৌপ্য বা ব্যবসার মালের মতো ফসলের যাকাতও ফরজ। তবে এর নিয়ম ও পরিমাণ অন্যান্য সম্পদের চেয়ে ভিন্ন।

ফসলের যাকাতের (উশর) হুকুম:

হানাফী মাযহাব মতে, জমিতে উৎপাদিত সব ধরণের শস্য, ফলমূল ও সবজির ওপর উশর বা ফসলের যাকাত দেওয়া ফরজ। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, মাটি থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় (উদ্দেশ্যমূলক চাষাবাদে), তার সবকিছুর ওপর উশর

আসবে, চাই তা কম হোক বা বেশি, এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হোক বা পচনশীল (যেমন শাক-সবজি)।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, ফসলের যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য অন্তত ৫ ওয়াসাক (প্রায় ২৫ মণ বা ৬৫৩ কেজি) শস্য হতে হবে এবং তা পচনশীল হওয়া যাবে না। ফতোয়া ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতের ওপর।

পরিমাণ নির্ধারণ:

ফসলের যাকাতের পরিমাণ সেচ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে:

১. উশর (১০%): যদি জমি বৃষ্টির পানিতে বা প্রাকৃতিক ঝর্ণার পানিতে সিক্ত হয় এবং কৃত্রিম সেচের প্রয়োজন না হয়, তবে মোট ফসলের ১০ ভাগ (দশভাগের এক ভাগ) যাকাত দিতে হবে।

২. নিসফে উশর (৫%): যদি জমি সেচ দিতে হয়, অর্থাৎ টাকা খরচ করে বা পরিশ্রম করে পানি দিতে হয় (যেমন শ্যালো মেশিন, কূয়া), তবে মোট ফসলের ২০ ভাগের ১ ভাগ বা ৫% যাকাত দিতে হবে।

শর্তসমূহ:

১. জমিটি 'উশরী' হতে হবে (খারাজি বা করযুক্ত জমি হলে উশর নেই)।

২. জমিতে ফসল উৎপাদিত হতে হবে।

৩. মুসলিম মালিকানাধীন জমি হতে হবে।

দলিল:

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপাদন করি, তা থেকে ব্যয় কর। (সূরা বাকারা: ২৬৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

অর্থ: এবং ফসল কাটার দিন তার হক (উশর) আদায় কর। (সূরা আনআম: ১৪১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) সেচের পার্থক্যের ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারণ করে বলেন:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

অর্থ: যা আসমানের বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে জন্মে তাতে এক-দশমাংশ (উশর), আর যা সেচ দ্বারা জন্মে তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ (নিসফে উশর)। (সহীহ বুখারী)

٧. عرّف نصاب الذهب والفضة وقدر الواجب فيهما.

প্রশ্ন-৭: স্বর্ণ ও রূপার নিসাব নির্ধারণ কর এবং এতে ফরজ পরিমাণ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

যাকাত ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো স্বর্ণ ও রৌপ্য (নগদ টাকাও এর অন্তর্ভুক্ত)। ইসলাম এই দুই মূল্যবান ধাতুর একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, যার নিচে যাকাত ফরজ হয় না। এই সীমাকে 'নিসাব' বলা হয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব:

১. স্বর্ণের নিসাব: হানাফী মাযহাব ও অধিকাংশ ফকীহদের মতে স্বর্ণের নিসাব হলো ২০ মিসকাল। বর্তমান ওজনে তা প্রায় ৮৫ গ্রাম বা সাড়ে ৭ তোলা (৭.৫ তোলা)।

২. রৌপ্যের নিসাব: রৌপ্যের নিসাব হলো ২০০ দিরহাম। বর্তমান ওজনে তা প্রায় ৫৯৫ গ্রাম বা সাড়ে ৫২ তোলা (৫২.৫ তোলা)।

ফরজ পরিমাণ:

কারো কাছে যদি পূর্ণ এক বছর যাবত নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকে, তবে তাকে তার মোট সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা ২.৫% (শতকরা আড়াই টাকা) যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে।

- যদি কারো কাছে শুধু স্বর্ণ থাকে কিন্তু তা সাড়ে ৭ তোলার কম, তবে তাতে যাকাত নেই।

- যদি কারো কাছে শুধু রৌপ্য থাকে কিন্তু তা সাড়ে ৫২ তোলার কম, তবে তাতে যাকাত নেই।

- **মিশ্র সম্পদ:** তবে যদি কারো কাছে সামান্য স্বর্ণ এবং সামান্য রৌপ্য (অথবা নগদ টাকা) থাকে, এবং দুটির মোট মূল্য সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হয়, তবে হানাফী মাযহাব মতে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে।

দলিল:

স্বর্ণের যাকাত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে:

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى تَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ... فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

অর্থ: তোমার ওপর স্বর্ণের যাকাত নেই যতক্ষণ না তোমার কাছে ২০ দিনার থাকে... তাতে যাকাত হলো অর্ধ দিনার (২.৫%)। (সুনানে আবু দাউদ)

রৌপ্যের যাকাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ

অর্থ: এবং রৌপ্যমুদ্রায় যাকাত হলো এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ (অর্থাৎ ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা ২.৫%)। (সহীহ বুখারী)

٨ .ما حكم زكاة عروض التجارة وكيف تقوَّم؟

প্রশ্ন-৮: বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাতের হুকুম কী এবং কীভাবে বাণিজ্যিক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে?

উত্তর:

ভূমিকা:

বর্তমান অর্থনীতিতে ব্যবসার মাল বা পণ্যের যাকাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসার উদ্দেশ্যে কেনা যেকোনো বৈধ বস্তু (জমি, ফ্ল্যাট, গাড়ি, কাপড়, খাদ্যদ্রব্য) 'উরূজুত তিজারাহ' বা বাণিজ্যিক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত।

বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাতের হুকুম:

ব্যবসার পণ্যের ওপর যাকাত ফরজ, যদি তার মূল্য নিসাব (সাড়ে ৫২ তোলা রূপার মূল্য) পরিমাণ হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হয়।

শর্ত হলো:

১. বস্তুটি ব্যবসার নিয়তে ক্রয় করতে হবে।

২. বছর শেষে তা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ থাকতে হবে।

মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি (তাকওয়ীম):

ব্যবসার পণ্যের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কেনা দাম (Cost Price) ধর্তব্য নয়, বরং যাকাত আদায়ের সময় বা বছর পূর্ণ হওয়ার দিনের বর্তমান বাজার দর (Market Value) বা বিক্রয় মূল্য ধর্তব্য হবে।

- **নিয়ম:** বছরের শেষে দোকান বা গুদামে থাকা সমস্ত মালের বর্তমান পাইকারি বাজার মূল্য হিসাব করতে হবে। এর সাথে হাতের নগদ টাকা এবং ব্যবসার পাওনা টাকা যোগ করতে হবে। এরপর ব্যবসার ঋণ বা দেনা বিয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ যদি নিসাবের সমান বা বেশি হয়, তবে তার ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

উদাহরণ: কেউ ১০ লাখ টাকার মাল দিয়ে ব্যবসা শুরু করল। বছর শেষে তার মালের দাম বেড়ে ১২ লাখ হলো এবং হাতে নগদ ৩ লাখ আছে। মোট ১৫ লাখ টাকার ওপর যাকাত দিতে হবে।

দলিল:

ব্যবসার মালের যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ, তার উৎকৃষ্ট অংশ থেকে ব্যয় কর। (সূরা বাকারা: ২৬৭)

মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে 'উপার্জন' দ্বারা ব্যবসার মাল বোঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

أَدُّوا صَدَقَةَ أَمْوَالِكُمْ

অর্থ: তোমরা তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর।

অন্য হাদিসে আছে: "উট, গরু, ছাগল ও গোলামে যাকাত নেই, তবে ব্যবসার মালের ওপর যাকাত আছে।" (দারাকুতনী)

٩ .ما حكم إخراج القيمة في الزكاة على المذهب الحنفي؟

প্রশ্ন-৯: হানাফী মাযহাবে মূল্য দ্বারা যাকাত আদায়ের হুকুম কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মূল বস্তু (যেমন: গরু, ধান, কাপড়) দেওয়া আবশ্যক, নাকি তার সমপরিমাণ মূল্য (টাকা) দিলেও আদায় হবে—এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আধুনিক যুগে এই মাসআলাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

হানাফী মাযহাবের হুকুম:

হানাফী মাযহাব মতে, যাকাতের ক্ষেত্রে মূল বস্তুর পরিবর্তে তার 'মূল্য' (Qimah) বা টাকা প্রদান করা সম্পূর্ণ জায়েজ এবং অনেক ক্ষেত্রে উত্তম।

যুক্তি হলো, যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হলো গরিবের প্রয়োজন মেটানো (Sadd al-Khullah)। অনেক সময় গরিবের কাছে গম বা কাপড়ের চেয়ে নগদ টাকার প্রয়োজন বেশি থাকে, যা দিয়ে সে তার জরুরি চাহিদা পূরণ করতে পারে। তাই টাকা দিলে গরিবের উপকার বেশি হয় এবং যাকাত দাতারও আদায় সহজ হয়।

অন্যান্য মাযহাবের মত:

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্যদের মতে, যে বস্তুর ওপর যাকাত এসেছে (যেমন: উট, শস্য), সেই বস্তুই দিতে হবে। মূল্য দিলে যাকাত আদায় হবে না।

হানাফী মাযহাবের দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) যখন ইয়ামেনে যাকাত আদায়কারী হিসেবে যান, তখন তিনি ইয়ামেনবাসীদের বলেছিলেন:

ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذْهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ

অর্থ: তোমরা আমাকে যব ও ভুট্টার পরিবর্তে চাদর বা কাপড় দাও। এটি তোমাদের জন্য দেওয়া সহজ এবং মদিনার মুহাজিরদের জন্য (ব্যবহার করা) উত্তম। (সহীহ বুখারী - তা'লিক হিসেবে বর্ণিত)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, মূল বস্তুর পরিবর্তে তার সমমানের অন্য বস্তু বা মূল্য গ্রহণ করা জায়েজ।

١٠ .اذكر مواقيت أداء زكاة المال في السنة.

প্রশ্ন-১০: সারা বছরে মালের যাকাত আদায়ের সময়সমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

নামাজের যেমন নির্দিষ্ট ওয়াক্ত আছে, যাকাতেরও তেমনি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। তবে নামাজের মতো এটি দৈনিক নয়, বরং বার্ষিক ইবাদত।

যাকাত আদায়ের সময়:

যাকাত ফরজ হওয়ার এবং আদায় করার মূল সময় হলো 'হাওলানে হাওল' (حولان الحول) বা এক চন্দ্রবর্ষ পূর্ণ হওয়া। যেদিন কারো সম্পদের পরিমাণ নিসাবে পৌঁছাবে, ঠিক তার পরবর্তী বছর সেই তারিখে (চাঁদের হিসেবে) যাকাত আদায় করা ফরজ হয়।

সময়ের বিস্তারিত বিধান:

১. বর্ষপূর্তিতে আদায়: যাকাত ফরজ হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা উচিত। হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী যাকাত 'ওয়াজিব আলাল ফাওর' বা অবিলম্বে আদায়যোগ্য নয় বরং 'আলাত তারখি' বা বিলম্বে আদায়ের সুযোগ আছে। কিন্তু বিনা কারণে দেরি করা গুনাহ। তাই বছর পূর্ণ হলেই হিসাব করে দিয়ে দেওয়া উত্তম।

২. রমজান মাসে আদায়: অনেকে সওয়াব বৃদ্ধির আশায় রমজান মাসে যাকাত দেন। এটি ভালো, তবে যদি কারো যাকাত বর্ষপূর্তি রমজানের অনেক আগে (যেমন মহররম মাসে) হয়, তবে রমজান পর্যন্ত দেরি করা মাকরুহ বা গুনাহ হতে পারে (যদি গরিবের হক নষ্ট হয়)।

৩. অগ্রিম আদায়: বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি কেউ অনুমান করে বা হিসাব করে অগ্রিম যাকাত দিয়ে দেয়, তবে তা হানাফী মাযহাবে জায়েজ। বছর শেষে হিসাব মিলিয়ে যদি কম দেওয়া হয় তবে বাকিটা দিতে হবে, আর বেশি দিলে তা নফল সদকা হবে বা পরের বছরের হিসেবে ধরা যাবে।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

অর্থ: কোনো সম্পদে যাকাত নেই, যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

١١ .ما حكم تأخير الزكاة عن وقتها من غير عذر؟

প্রশ্ন-১১: ওজর ছাড়া যাকাত আদায়ে বিলম্ব করার হুকুম কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

যাকাত গরিবের হক। বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই এই হক আদায় করা মুমিনের দায়িত্ব। শরীয়তে যেকোনো ফরজ ইবাদত যথাসময়ে আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বিলম্ব করার হুকুম:

যাকাত আদায় করা 'তৎক্ষণাৎ ওয়াজিব' (ওয়াজিব আলাল ফাওর) নাকি 'বিলম্বে আদায়যোগ্য' (ওয়াজিব আলাত তারখি)—এ নিয়ে হানাফী মাযহাবের ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে।

১. বিশুদ্ধ ও গ্রহণীয় মত: অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম কারখী (র.)-এর মতে, যাকাত 'ওয়াজিব আলাল ফাওর'। অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই যাকাত আদায় করা আবশ্যক। কোনো যুক্তিসঙ্গত ওজর (যেমন: গরিব না পাওয়া, বিদেশে থাকা, অর্থের সংকট) ছাড়া যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা গুনাহ। কারণ, মানুষের মৃত্যু যেকোনো সময় আসতে পারে।

২. অন্য মত: কারো কারো মতে, এটি জীবনে যেকোনো সময় আদায় করলেই হবে। তবে মৃত্যুর আগে আদায় না করলে কঠিন গুনাহগার হতে হবে।

দেরি করার পরিণতি:

যদি কোনো ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে যাকাত দিতে দেরি করে এবং পরে তার সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, তবুও হানাফী মাযহাব মতে তার জিম্মায় যাকাতের ঋণ থেকে যাবে (যদি সে সম্পদ নিজে খরচ করে ফেলে)। আর যদি সে দেরি করে এবং মারা যায়, তবে সে ফাসিক ও গুনাহগার হিসেবে গণ্য হবে। তাই সতর্কতা হলো, হিসাব করার পর যত দ্রুত সম্ভব যাকাত প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

দলিল:

সৎকাজে দ্রুত করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

অর্থ: এবং তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে দ্রুত ধাবিত হও। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৩)

যাকাত আদায়ে ধমকি দিয়ে আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থ: আর যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে (যাকাত) ব্যয় করে না, আপনি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (সূরা তাওবা: ৩৪)

١٢ .عرّف الصدقات الواجبة غير الزكاة.

প্রশ্ন-১২: যাকাত ছাড়া অন্যান্য ওয়াজিব সদকাসমূহের পরিচয় দাও।

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামে গরিব-দুঃখীদের সাহায্যের জন্য যাকাতই একমাত্র মাধ্যম নয়। যাকাত হলো সম্পদের ওপর ফরজ হক। কিন্তু যাকাত ছাড়াও এমন কিছু দান বা সদকা আছে, যা বিশেষ বিশেষ কারণে শরীয়ত মানুষের ওপর ওয়াজিব বা আবশ্যক করেছে। এগুলো আদায় না করলে গুনাহ হয়।

যাকাত ছাড়া অন্যান্য ওয়াজিব সদকাসমূহ:

১. সদকাতুল ফিতর (ফিতরা): ঈদুল ফিতরের দিন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের ওপর এটি ওয়াজিব হয়। এটি রোজার ভুল-ত্রুটির ক্ষতিপূরণ।

২. মানত (النذر): যদি কেউ আল্লাহর নামে কোনো ভালো কাজের মানত করে (যেমন: 'আমার রোগ ভালো হলে আমি ১০০০ টাকা দান করব'), তবে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

৩. কাফফারা (الكفارة): শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘনের কারণে জরিমানা স্বরূপ যে সদকা দিতে হয়। যেমন:

- কসম ভঙ্গের কাফফারা (১০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো)।
- রোজা ভঙ্গের কাফফারা (৬০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো)।
- জিহার বা হত্যার কাফফারা।

৪. সদকায়ে কোরবানি: কোরবানির দিন যার ওপর কোরবানি ওয়াজিব, সে যদি পশু জবেহ করতে না পারে বা সময় পার হয়ে যায়, তবে পশুর সমপরিমাণ মূল্য সদকা করা ওয়াজিব।

৫. উশর (ফসলের যাকাত): যদিও এটি এক প্রকার যাকাত, তবুও অনেক সময় একে সাধারণ যাকাত থেকে আলাদা আলোচনা করা হয়। জমির ফসলের ১০% বা ৫% দান করা।

দলিল:

মানত পূর্ণ করার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

অর্থ: এবং তারা যেন তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে। (সূরা হজ: ২৯)

সদকাতুল ফিতর সম্পর্কে হাদিস:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاتَ الْفِطْرِ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) সদকাতুল ফিতর আবশ্যক করেছেন। (বুখারী)

١٣ .ما الفرق بين الزكاة والصدقة النافلة؟

প্রশ্ন-১৩: যাকাত ও নফল সদকার মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

'সদকা' শব্দটি ব্যাপক। এর মধ্যে ফরজ যাকাতও অন্তর্ভুক্ত আবার নফল দানও অন্তর্ভুক্ত। তবে ফিকহী পরিভাষায় 'যাকাত' এবং সাধারণ 'নফল সদকা'-র মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। নিচে প্রধান পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যসমূহ:

বিষয়	যাকাত (الزكاة)	নফল সদকা (الصدقة النافلة)
১. হুকুম	এটি ইসলামের রুকন এবং 'ফরজ'। অস্বীকারকারী কাফের।	এটি 'মুস্তাহাব' বা নফল। অস্বীকারকারী কাফের হবে না।
২. পরিমাণ	এর পরিমাণ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত (যেমন ২.৫%, ১০%)। কম দেওয়া জায়েজ নেই।	এর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। দাতা ইচ্ছামতো দিতে পারে।
৩. সম্পদ	নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে এবং এক বছর পূর্ণ হলে ফরজ হয়।	নিসাব বা বছর পূর্ণ হওয়ার কোনো শর্ত নেই। যেকোনো সময় দেওয়া যায়।
৪. প্রাপক (খাত)	কুরআনে বর্ণিত নির্দিষ্ট ৮টি খাতেই কেবল ব্যয় করা যায় (যেমন ফকির, মিসকিন)।	যেকোনো ভালো কাজে ব্যয় করা যায় (মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, ধনী, আত্মীয়)।
৫. আত্মীয়-স্বজন	নিজের মা-বাবা, দাদা-দাদি এবং সন্তান-সন্ততিকে যাকাত দেওয়া জায়েজ নেই।	মা-বাবা, সন্তানসহ সকল আত্মীয়কে নফল সদকা দেওয়া যায় এবং এতে সওয়াব বেশি।
৬. অমুসলিম	সাধারণ অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া জায়েজ নেই (তবে মুয়াল্লাফাতুল কুলুবের ভিন্ন মাসআলা)।	অমুসলিমকেও নফল সদকা দেওয়া জায়েজ।

৭. নিয়ত	যাকাত আদায়ের জন্য যাকাতের নির্দিষ্ট 'নিয়ত' করা ফরজ।	সাধারণ দানের নিয়ত করলেই যথেষ্ট।

দলিল:

যাকাতের খাতের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...

অর্থ: সদকা (যাকাত) তো কেবল ফকির ও মিসকিনদের জন্য... (মোট ৮টি খাত)। (সূরা তাওবা: ৬০)

١٤ .اذكر أحكام زكاة الفطر ووقت وجوبها.

প্রশ্ন-১৪: সদকাতুল ফিতরের হুকুম ও ফরজ হওয়ার সময় উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

রমজান মাসের সিয়াম সাধনার পর ঈদুল ফিতরের আনন্দের দিনে গরিবদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য ইসলাম 'সদকাতুল ফিতর' বা ফিতরা প্রবর্তন করেছে। এটি রোজার ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরে দেয়।

সদকাতুল ফিতরের হুকুম:

হানাফী মাযহাব মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা 'ওয়াজিব'। যার নিকট ঈদের দিন সুবহে সাদিকের সময় নিজের ও পরিবারের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ (সোনা, রুপা, টাকা, বা যেকোনো অতিরিক্ত আসবাবপত্র) থাকে, তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব।

- **বি.দ্র.:** যাকাতের মতো সম্পদ এক বছর থাকা বা বর্ধনশীল (বিনিয়োগযোগ্য) হওয়া শর্ত নয়। শুধু ওই দিনে নিসাব পরিমাণ মূল্যমানের সম্পদ থাকলেই হবে।
- পরিবারের কর্তা তার নিজের এবং নাবালক সন্তানদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবেন।

ওয়াজিব হওয়ার সময় (ওয়াক্তুল ওজুব):

হানাফী মাযহাব মতে, ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিক (ফজরের ওয়াক্ত শুরু) হওয়ার সাথে সাথে ফিতরা ওয়াজিব হয়।

- যদি কেউ সুবহে সাদিকের আগে মারা যায়, তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব নয়।
- যদি সুবহে সাদিকের পর কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে, তার পক্ষ থেকে ফিতরা ওয়াজিব নয় (তবে মুস্তাহাব)।

আদায়ের সময় (ওয়াক্তুল আদা):

- **উত্তম সময়:** ঈদের নামাজে যাওয়ার আগেই ফিতরা আদায় করে দেওয়া সুন্নাহ।
- **জায়েজ:** রমজান মাসের যেকোনো সময় বা ঈদের দিন নামাজের পরেও আদায় করা জায়েজ। তবে নামাজের আগে দেওয়া উত্তম যাতে গরিবরা ঈদের বাজার করতে পারে।
- **বিলম্ব:** ঈদের দিন আদায় না করলে মাফ হবে না, বরং পরে আদায় করা ওয়াজিব হিসেবে থেকে যাবে।

পরিমাণ:

জনপ্রতি ১ সা' (খেজুর, যব, কিসমিস) অথবা আধা সা' (গম বা আটা) বা তার মূল্য। বর্তমান ওজনে আধা সা' প্রায় ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম (সতর্কতার জন্য ১ কেজি ৭০০ গ্রাম ধরা উত্তম)।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন যেন লোকেরা ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই সদকাতুল ফিতর আদায় করে দেয়। (সহীহ বুখারী)